জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
খণ্ড ১৫ । সংখ্যা ২
জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৫

ISSN 2519-5816
DOI: doi.org/10.3329/jnujarts.v15i2.87977
Page: 56-75

আল-কুরআনের নির্দেশনায় খাদ্যবণ্টন নীতিমালা: একটি মূল্যায়নধর্মী পর্যালোচনা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক*
ড. মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক**

Food Distribution Policies in the Light of the Qur'anic Directives: An Evaluative Study

Abstract

This study examines the Qur'anic principles of food distribution as a foundational framework for ensuring human security, socio-economic justice, and ethical resource management. The Qur'an presents a comprehensive system that emphasizes adequate food production, equitable distribution, and welfare-oriented spending. Through obligatory mechanisms such as *zakat, ushr, and sadaqah,* Islam establishes the rights of the poor over the wealth of the affluent. In addition, the Qur'anic model strictly prohibits unethical practices such as hoarding, adulteration, fraudulent transactions, and the creation of artificial scarcity that undermine food security. Drawing on classical exegesis, Prophetic traditions, and contemporary scholarly literature, this analytical and evaluative study explores the structural components of Qur'anic food distribution policy. The findings reveal that the Qur'anic framework not only ensures justice and balance in resource allocation but also promotes sustainability and moral accountability, making it highly relevant to current global and national food management challenges.

চাবিশব্দ: আল-কুরআন, খাদ্যনিরাপত্তা, সুষম বণ্টন, বনজ সম্পদ, সামুদ্রিক, প্রাণি, কৃষি

* Mohammad Omar Faruk, Associate Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka; faruk322@yahoo.com

** Muhammad Tazammol Hoque , Professor, Department of Islamic Studies, Jagannath University, Dhaka; tazammol@dis.jnu.ac.bd

ভূমিকা

মানবজীবনে খাদ্য অপরিহার্য। নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্যের অধিকার সর্বজনীন মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। আল্লাহ পৃথিবীর সকল জীবের খাদ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কুরআন ন্যায়সঙ্গত উৎপাদন, সুষম বণ্টন ও অপচয় পরিহারের মাধ্যমে খাদ্য ব্যবস্থাপনার একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাঠামো নির্দেশ করেছে। সুরা যুখরফ, হুদ, বনি ইসরাইলসহ কুরআনের বিভিন্ন সুরায় খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, ন্যায়সঙ্গত ভোগ ও সঠিক ব্যবস্থাপনার দিকনির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মুহাম্মদ (সা.) ভূমি ব্যবস্থাপনা, শ্রমের মর্যাদা, উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষম বণ্টনের নীতিকে শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করেছেন। নবি ইউসুফ (আ.)-এর দুর্ভিক্ষ ব্যবস্থাপনা উদাহরণে আল-কুরআন ভবিষ্যৎ সংকট মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ, পরিমিত ভোগ ও ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের একটি আদর্শ মডেল উপস্থাপন করেছে। বর্তমান বিশ্বে খাদ্য সংকট, ভেজাল, মজুতদারি, বৈশ্বিক বৈষম্য এবং অবৈধ চাহিদা-সৃষ্ট চর্চা খাদ্যনিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা সমসাময়িক নীতি ও প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করে। এ গবেষণা আল-কুরআনের আলোকে খাদ্যবণ্টন নীতিমালার মৌলিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক ধারণা উপস্থাপনের প্রয়াস।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা

বর্তমান বিশ্বে খাদ্যনিরাপত্তা একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে। খাদ্য উৎপাদন, বণ্টন, সংরক্ষণ, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বার্থ-সুরক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালা বিশেষভাবে জরুরি। এ প্রেক্ষাপটে আল-কুরআন মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও বণ্টন সম্পর্কে যে সুষম, নৈতিক ও কল্যাণমুখী নীতিমালা প্রদান করেছে, তা গবেষণার মাধ্যমে উপস্থাপন করা সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক। ফলে উক্ত গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

১. আল-কুরআনে বর্ণিত খাদ্যবণ্টন সংক্রান্ত মৌলিক নীতিমালা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করা;

২. খাদ্যবণ্টন নীতিমালা বাস্তবায়নে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করা;

৩. সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতির সাথে কুরআনের নীতিমালার সামঞ্জস্য বা পার্থক্য বিশ্লেষণ করা;

৪. কুরআন প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আধুনিক খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ উপস্থাপন করা।

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করে যে, পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টিজীবের রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর উপর এবং খাদ্য-সংক্রান্ত অপব্যবহার, অপচয়, মজুতদারি, ভেজাল ও প্রতারণা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ফলে খাদ্য ব্যবস্থাপনায় কুরআনের নির্দেশনা কেবল ধর্মীয় আদেশ নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার অন্যতম ভিত্তি। ইসলামি অর্থনীতি, সম্পদ বণ্টনখাদ্যনিরাপত্তা ও কল্যাণ ব্যবস্থার ওপর বিস্তর আলোচনা থাকলেও আল-কুরআনের আলোকে খাদ্যবণ্টন নীতিমালাকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট ও সমন্বিত গবেষণা তুলনামূলক কম। বর্তমান অর্থনৈতিক বৈষম্য, মূল্যবৃদ্ধি, মজুতদারি, নৈতিকতাহীন বাণিজ্য এবং খাদ্য সংকটের আলোকে

পবিত্র কুরআন প্রদত্ত নীতিমালার ভিত্তিতে খাদ্য বণ্টনের একটি নীতিগত কাঠামো উপস্থাপন করা অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং প্রয়োজনীয়।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা একটি গুণগত (Qualitative) এবং বিশ্লেষণাত্মক (Analytical) গবেষণা, যেখানে বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক কাঠামো এবং কুরআনের নীতির ব্যাখ্যা প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। গবেষণায় প্রাথমিক উৎস হিসেবে আল-কুরআন, প্রামাণিক হাদিস গ্রন্থ, প্রসিদ্ধ তাফসির ও ফিকহ-সাহিত্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা, বিধান ও কুরআনের আলোকে খাদ্য বণ্টনের মূল নীতিমালা নির্ণয়ে ব্যাখ্যামূলক (Interpretative) পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণার প্রয়োজনে বিভিন্ন কুরআনের আয়াত, নীতি এবং ঐতিহাসিক উদাহরণসমূহকে সুসংগতভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis) অনুসরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক গবেষণা, প্রবন্ধ, বই ও রিপোর্টসমূহ পর্যালোচনার মাধ্যমে সমসাময়িক দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কুরআনের খাদ্যবণ্টন নীতিমালাকে মূল্যায়ন করতে লাইব্রেরি-ভিত্তিক গবেষণা পদ্ধতি (Library-Based Research Method) গ্রহণ করা হয়েছে। এ গবেষণা প্রাথমিক উৎসের বিধানসমূহকে শ্রেণিবদ্ধ করে তাদের প্রাসঙ্গিক অর্থ, প্রয়োগক্ষেত্র এবং সমসাময়িক খাদ্য নীতির সাথে সম্পর্ক নির্ণয়ের মাধ্যমে আল-কুরআনের নির্দেশনায় খাদ্যবণ্টন নীতিমালার একটি সুস্পষ্ট, সুসংহত ও মূল্যায়নধর্মী ধারণা উপস্থাপন হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

খাদ্যনিরাপত্তা ও সুষম খাদ্যবণ্টন মানব জীবনের মৌলিক চাহিদা নিশ্চিতকরণ। ভেজাল, অনিরাপদ ও অপুষ্টিকর খাদ্য মানবস্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। এ কারণে ইসলামি অর্থনীতি ও ইসলামি আইনশাস্ত্রে খাদ্য ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন, সম্পদ বণ্টন এবং নৈতিক অর্থনৈতিক আচরণ বিষয়গুলো বিভিন্নভাবে ধরে আলোচ্য হয়ে আসছে।

ডা. ময়েজুর রহমান তাঁর *খাদ্য সমস্যা ও ইসলাম* (২০১৩) গ্রন্থে খাদ্য সমস্যা, শ্রম, ভূমি ব্যবস্থাপনা, ধনবণ্টনসহ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিভিন্ন নীতিমালা বিশ্লেষণ করেছেন। ড. এম. উমর চাপড়ার *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ* (২০২১) গ্রন্থে আধুনিক অর্থনৈতিক সংকট, বৈষম্য, সম্পদ সঞ্চয়ের নৈতিকতা, মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং ইসলামি অর্থনৈতিক দর্শনের বিকল্প মডেল উপস্থাপন করেছেন। মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন *ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা* (২০১৪) গ্রন্থে উপার্জনের বৈধতা, সম্পদ ব্যবহারে সাবধানতা, সঞ্চয় ও ব্যয়ের মধ্যমপন্থা বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা তুলে ধরেছেন।

ড. মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম বিন আলী আহাম্মদের *ধন-সম্পদ সম্পর্কে ইসলামের দিকনির্দেশনা* (২০২২) গ্রন্থে সম্পদের উৎস, বাজারনীতি, বিশ্বস্ততার নীতি (আমানাহ), সম্পদ সংরক্ষণ এবং দায়িত্বশীল ভোগব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। ইমাম মুহাম্মদ আশ-শাইবানির *জীবিকার খোঁজে* (২০১৯) গ্রন্থে জীবিকা, অন্বেষার নৈতিকতা, আয়-ব্যয়, উৎপাদন ও শ্রমের মর্যাদা বিষয়ে ইসলামি শিক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। শাহ আব্দুল হান্নানের *ইসলামি অর্থনীতি: দর্শন ও কলাকৌশল* (২০২২) গ্রন্থে ইসলামি অর্থনীতির মৌলিক কাঠামো, দারিদ্র্য বিমোচন, কল্যাণ ব্যয় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ইসলামের অবদান আলোচনা করা হয়েছে।

ইউসুফ আল-কারযাভীর *হালাল-হারামের বিধান* (অনু. ২০১৬) গ্রন্থে ক্ষতিকর খাদ্য নিষিদ্ধকরণ, প্রতারণা, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক বাণিজ্যনীতি নিয়ে প্রায়োগিক নির্দেশনা পাওয়া যায়। এছাড়া ভূমিব্যবস্থা, কৃষি, পরিবেশ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধ্যাপক আকরাম খান, অধ্যাপক এম. এ. সামাদ, আব্দুল মতিন জালালাবাদী, মাহবুবুল হক, প্রফেসর আওরঙ্গজেব, ড. কাজী আব্দুর রউফ, প্রফেসর শেখ মোহাম্মদ ইলিয়াছ প্রমুখের রচনাসমূহে ইসলামি অর্থনীতি, ভূমি নীতি ও মানব উন্নয়ন বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা পাওয়া যায়। ড. আমীর হোসেনের প্রবন্ধ *ইসলামে খাদ্যনিরাপত্তা ব্যবস্থা: একটি পর্যালোচনা* গ্রন্থে খাদ্যনিরাপত্তা নিয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে।

উল্লেখিত গবেষণাসমূহে ইসলামের খাদ্যনীতি, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক নৈতিকতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা থাকলেও আল-কুরআনের আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে খাদ্যবণ্টন নীতিমালা নিয়ে প্রত্যক্ষ, সমন্বিত ও বিশ্লেষণমূলক গবেষণা তুলনামূলকভাবে অনুপস্থিত। বিশেষত উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, মজুতদারি, ভেজাল ও নৈতিকতাহীন বাজারচর্চার বিরুদ্ধে কুরআনের নির্দেশনাকে কেন্দ্র করে প্রণীত নীতিমালার স্বতন্ত্র বিশ্লেষণ অধিকাংশ রচনায় উপেক্ষিত রয়ে গেছে। বর্তমান বৈশ্বিক খাদ্য সংকট, দারিদ্র্য, মূল্যবৃদ্ধি, বাজার-সিন্ডিকেট এবং খাদ্য অব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপটে কুরআনপ্রদত্ত বণ্টন-নীতিমালা পুনরালোচনার প্রয়োজনীয়তা আরো স্পষ্ট হয়েছে। তাই আল-কুরআনের নির্দেশনায় খাদ্যবণ্টন নীতিমালার একটি সমন্বিত, বিশ্লেষণাত্মক ও মূল্যায়নধর্মী পর্যালোচনা এ গবেষণার যৌক্তিক ও সময়োপযোগী ভিত্তি তৈরি করে।

গবেষণা-প্রশ্ন

গবেষণা প্রবন্ধটিতে নিম্নোক্ত মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধান করা হয়েছে:

ক. আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা নির্ধারিত কোনো সুস্পষ্ট খাদ্যবণ্টন নীতিমালা উল্লেখ রয়েছে কি? অর্থাৎ, কুরআন খাদ্য-নিরাপত্তা, সম্পদ-বণ্টন ও মানবিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে কী ধরনের নীতি, নির্দেশনা বা নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে?

খ. আল-কুরআনে বর্ণিত খাদ্যবণ্টন নীতিমালা কতটা সুষম ও ন্যায়ভিত্তিক? এ প্রশ্নের মাধ্যমে কুরআনের নীতিমালা সামাজিক ন্যায়, দারিদ্র্য বিমোচন, সম্পদ-সমবণ্টন ও মানবকল্যাণে কার্যকারিতাও পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

এ দুটি বিষয়ে পবিত্র কুরআনের দিকনির্দেশনা অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে আধুনিক খাদ্য নীতি, রাষ্ট্রীয় কাঠামো, সামাজিক ন্যায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা, সমসাময়িক বিশ্ব ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আল-কুরআনের বর্ণিত খাদ্যবণ্টন নীতিমালা প্রয়োগে করণীয় সুপারিশ করা হয়েছে।

খাদ্যবণ্টন নীতিমালা: পবিত্র কুরআনের তাত্ত্বিক ভিত্তি বিশ্লেষণ

মানুষের জীবনধারণের খাদ্য অপরিহার্য। ইসলামে তা কেবল শারীরিক প্রয়োজন মেটানোর উপকরণ নয়; বরং এটি ইমানের সঙ্গে সম্পর্কিত। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে খাদ্য, জীবিকা ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন সংক্রান্ত মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বিধৃত খাদ্যবণ্টন নীতিমালা নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো–

এক. রবুবিয়্যাতে বিশ্বাস: আল্লাহ তায়ালা খাদ্যের উৎপাদক

আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টিজগতের একমাত্র স্রষ্টা ও প্রতিপালক। উদ্ভিদ, প্রাণি, পাখপাখালি, জলজ জীব, ভূমিজ প্রজাতি–সবকিছুর অস্তিত্ব, বিকাশ এবং জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের উৎস স্বয়ং আল্লাহ। 'রব' বা প্রতিপালক শব্দের মর্মও এই সত্যকে সুস্পষ্ট করে যে, আল্লাহ সৃষ্টিকে শুধু সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেন না; বরং তাদের ধাপে ধাপে পরিপূর্ণতায় পৌঁছে দেওয়ার যাবতীয় আয়োজনে তিনি প্রতিনিয়ত ভূমিকা পালন করেন। যেমন একটি অঙ্কুরকে মহীরুহে পরিণত করা বা একটি মানবভ্রূণকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ, পুষ্টি, আলো-বাতাস, পানি সরবরাহ সবই তাঁর পরিকল্পনার অন্তর্গত[১], মানুষের জৈবিক প্রয়োজন পূরণের উপকরণ পৃথিবীর মাটি, পানি, সূর্য, বায়ু, ঋতুচক্র, চন্দ্র-নক্ষত্র সবই আল্লাহর নির্ধারিত নীতিমালায় মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। এই ব্যবস্থাপনা শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী প্রতিটি জীবের খাদ্য ও জীবিকা নিশ্চিত করাও তাঁরই দায়িত্ব। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَ مَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا ؕ كُلٌّ فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

> ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই। তিনিই তাদের স্থায়ী-অস্থায়ী অবস্থিতি সমন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সব কিছুই আছে।[২]

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ঘোষণা করছেন যে, সৃষ্টির প্রতিটি জীবের খাদ্য তাঁর সিদ্ধান্তাধীন এবং রিযিকের যোগান তাঁর অনুগ্রহের ফল। এই ধারণা ইসলামি খাদ্যবণ্টন নীতিমালার মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে। খাদ্যের মালিকানা মানুষের নয়; বরং আল্লাহর। মানুষ কেবল এর আমানতদার ও ন্যায়বিচারপূর্ণ বণ্টনের দায়িত্বপ্রাপ্ত। ফলে খাদ্য উৎপাদন, মজুদ, ব্যবস্থাপনা ও বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রতিপালকত্বের নীতি অনুসরণ করা মানবসমাজের ওপর নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ সব জীবের রিযিকের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি মানুষকে শেখায় যে সমাজে ক্ষুধা, বঞ্চনা, বৈষম্য কিংবা দারিদ্র্য সৃষ্টি করা ন্যায়নীতি ও ঈমানের পরিপন্থী।

দুই. আল্লাহ খাদ্য ও জীবিকার মূল উৎস এবং মানুষ তার ব্যবস্থাপক

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সকল জীবের জীবিকা দানের দায়িত্ব নিজের ওপর নিয়েছেন। আল্লাহর এ দায়িত্ব গ্রহণের ঘোষণা মূলত দুর্বলচিত্ত মানুষের হৃদয়ে নিরাপত্তা ও আস্থার বোধ জাগ্রত করে।[৩] এই ঘোষণা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খাদ্য তাঁরই বিশেষ অনুগ্রহ ও বিধানের অংশ। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি উপাদান মানবজীবনকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। সূর্য, বায়ু, পানি, ভূমি, উদ্ভিদ, প্রাণিজগৎ সবই মানুষের অর্থনৈতিক ও জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য নিবেদিত। মানুষকে এই উপাদানগুলো যথাযথ ব্যবহার, পরিচর্যা ও উৎপাদনশীল প্রয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; কারণ মানুষের জীবিকা, খাদ্যনিরাপত্তা ও সামাজিক সমৃদ্ধি এসব উপাদানের ওপরই নির্ভরশীল। অতএব প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে অবহেলা প্রদর্শন করা বা সম্পদের অপব্যবহার করা কেবল সামাজিক অবিচার নয়, বরং আল্লাহর উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধাচরণ। আল্লাহ বলেন,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِىْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ

> আল্লাহ মানুষের জীবনকে সুন্দর, সমৃদ্ধ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে তোলার যে সব উপাদান ও দ্রব্যসামগ্রী সৃষ্টি করেছেন এবং এখানে যে সব পবিত্র ও উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য রয়েছে, সে সব হারাম করে দিতে পারে কে?[৪]

এ আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও পবিত্র খাদ্য দ্বারা পূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন উপাদান সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবহার মানবসমাজের দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা জীব সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রতিটি সৃষ্টিকে তিনি অস্তিত্ব দান করেন এবং তাদের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থাও তিনি করেন। পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য প্রাকৃতিক সম্পদ অন্ন, পানি, ঘাস, ফল, পশুখাদ্য সবই তাঁরই সৃজন করা রিযিকের অংশ। মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণির মধ্যে রিযিক নিয়ে অস্থিরতা দেখা যায় না। শুধুমাত্র মানুষই ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার ভয়ে উদ্বিগ্ন হয়, যদিও আল্লাহ তাঁর কিতাবে বারবার ঘোষণা করেছেন যে রিযিক তাঁরই হাতের মুঠোয়। ব্যক্তির দায়িত্ব হলো, শ্রম, মেধা এবং শিল্প দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পবিত্র সম্পদ (রিযিক) উপার্জন করা'।[৫] আল্লাহ তায়ালা মানুষসহ অন্যান্য সকল জীবের সার্বিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ كَاَيِّنۡ مِّنۡ دَآبَّۃٍ لَّا تَحۡمِلُ رِزۡقَہَا ٭ۖ اَللّٰہُ یَرۡزُقُہَا وَ اِیَّاکُمۡ

> কত (ধরনের) বিচরণশীল জীব (এ দুনিয়ায়) রয়েছে, যারা কেউই নিজেদের রিযিক (নিজেরা কাঁধে) বহন করে বেড়ায় না, আল্লাহ তায়ালাই তাদের এবং তোমাদের (নিত্যদিনের) রিযিক প্রদান করেন।[৬]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَوۡلَادَکُمۡ خَشۡیَۃَ اِمۡلَاقٍ ؕ نَحۡنُ نَرۡزُقُہُمۡ وَ اِیَّاکُمۡ

> তোমরা তোমাদের সন্তানদের কখনো দারিদ্রের ভয়ে হত্যা করো না; আমি (যেমন) তাদের রিযিক দান করি (তেমনি) তোমাদেরও কেবল আমিই রিযিক দেই।[৭]

অনুরূপভাবে আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজীবের রিযিকের বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন:

وَ اللّٰہُ یَرۡزُقُ مَنۡ یَّشَآءُ بِغَیۡرِ حِسَابٍ

> আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অফুরন্ত রিযিক দান করেন।[৮]

وَ مَا مِنۡ دَآبَّۃٍ فِی الۡاَرۡضِ اِلَّا عَلَی اللّٰہِ رِزۡقُہَا

> দুনিয়ার সকল প্রকার জীব জন্তু ও প্রাণির জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয়া আল্লাহর কাজ[৯]

اَوَ لَمۡ یَعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰہَ یَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یَقۡدِرُ

> তারা কি জানে না যে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা প্রচুর রিযিক দেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমাবদ্ধ রিযিক দেন।[১০]

اِنَّ اللّٰہَ ہُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الۡقُوَّۃِ الۡمَتِیۡنُ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালাই রিযিকদাতা, মহা-পরাক্রমাশালী ও মহাপরাক্রান্ত।[১১]

لَهٗ مَقَالِيۡدُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۚ يَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ يَّشَآءُ وَ يَقۡدِرُ

আসমান ও জমিনের যাবতীয় সম্পদ একমাত্র তারই আয়ত্বাধীন। তিনি যাকে ইচ্ছা প্রাচুর্য দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা অভাবের মধ্যে নিক্ষেপ করেন।[১২]

وَ اِنۡ مِّنۡ شَیۡءٍ اِلَّا عِنۡدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍ - وَ جَعَلۡنَا لَكُمۡ فِيۡهَا مَعَايِشَ وَ مَنۡ لَّسۡتُمۡ لَهٗ بِرٰزِقِيۡنَ

আমি পৃথিবীতে তোমাদের জন্যে ও রিযিকের সংস্থান করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের রিযিকদাতা তোমরা নও এমন কোনো বস্তু নেই যার ভান্ডার আমার হাতে নেই। আর এ ভান্ডার থেকে আমি এক পরিকল্পিত হিসাব অনুসারে বিভিন্ন সময় রিযিক নাযিল করে থাকি।[১৩]

এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে, খাদ্যের একমাত্র উৎস আল্লাহ তায়ালা। কোনো সৃষ্টিই নিজের বা অন্যের রিযিক বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে সক্ষম নয়। রিযিকের সিদ্ধান্ত আসমানে হয়, মানুষ কেবল এর উপার্জনের বাহ্যিক মাধ্যম। ফলে খাদ্য ও জীবিকার মূল উৎস আল্লাহ; মানুষ তাঁর দানকৃত সম্পদের ব্যবস্থাপক মাত্র। অতএব খাদ্য-বণ্টনে বৈষম্য, অপচয়, ভেজাল, মজুদদারি বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা ইমান, মানবিকতা ও কুরআনের নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

তিন. **প্রাণিজগত আল্লাহর সৃষ্ট খাদ্যের অপরিমেয় ভাণ্ডার**

আল্লাহ তায়ালা পশু-পাখি ও প্রাণিজগতে মানুষসহ অন্যান্য জীবের রিযিকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এসব প্রাণি মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাদের ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুফলও অর্জিত হয়। পশু শিকার করে আহার গ্রহণ করা যায় এবং বিক্রি করে আর্থিক লাভ অর্জন সম্ভব। আরও বলা যায়, পশু লালন-পালন ও বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করা যায়, যা মানব সমাজে কৃষি ও অর্থনীতির একটি বড় অংশ। অনেক পশুকে যানবাহন, বোঝা বহন এবং দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। পশুর চামড়া, হাড়, পশম, দুধ ইত্যাদি মানবসভ্যতার অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আল-কুরআনে এ বিষয়ে বলা হয়েছে,

وَالۡاَنۡعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمۡ فِيۡهَا دِفۡءٌ وَّ مَنَافِعُ وَ مِنۡهَا تَاۡكُلُوۡنَ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ব্যবহার ও উপকারের জন্য পশু সৃষ্টি করেছেন। তাতে পশম রয়েছে এবং আরো বহুবিধ ব্যবহারিক মূল্য বা পন্থা রয়েছে। তোমরা তা খাদ্য হিসেবে ব্যবহারও করে থাক।[১৪]

অন্য আয়াতে এসেছে,

والۡخَيۡلَ وَ الۡبِغَالَ وَ الۡحَمِيۡرَ لِتَرۡكَبُوۡهَا وَ زِيۡنَةً ؕ وَ يَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

(তিনি) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা (সৃষ্টি করেছেন), যাতে তোমরা আরোহণ করো, (এছাড়া তাতে) শোভা (বর্ধনের ব্যবস্থাও) রয়েছে; তিনি আরো এমন (অনেক ধরনের জন্তু জানোয়ার) সৃষ্টি করেছেন, যার (পরিমাণ ও উপযোগিতা) সম্পর্কে তোমরা (এখনও পর্যন্ত) কিছুই জানো না।[১৪]

এভাবে প্রাণিজগৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য প্রদত্ত এক বিশাল খাদ্য ও সম্পদভাণ্ডার। সমকালীন বিশ্বে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রাণিজগতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাংস, দুধ, ডিম, চর্বি, চামড়া ও অন্যান্য পশু-উৎপন্ন উপাদান মানুষের পুষ্টিপূর্ণ খাদ্যগ্রহণকে সক্ষম করে এবং বিকল্প খাদ্যসংস্থানেও সহায়তা করে। কৃষি, পশুপালন ও খাদ্যশিল্পের সাথে প্রাণিজগতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক জাতীয় খাদ্যনীতিকে আরও স্থিতিশীল করে এবং খাদ্যঘাটতি মোকাবিলায় বহুমাত্রিক অবদান রাখে। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় প্রাণিজগৎ শুধু প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, বরং বৈশ্বিক খাদ্যনিরাপত্তার একটি অপরিহার্য ভিত্তি।

চার. **বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ: খাদ্যের প্রাকৃতিক উৎস ও খাদ্যনিরাপত্তা**

জন্তু-জানোয়ার যেমন মানবজাতির রিযিকের গুরুত্বপূর্ণ উৎস, তেমনি বন-জঙ্গলের গাছপালা, লতা-পাতা, ফলমূল ও উদ্ভিদরাজি মানবজীবনের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতির এই ভাণ্ডার হতে নানান উপায়ে সরাসরি খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব। আবার পরোক্ষভাবে জ্বালানি, শক্তি, কৃষি-উৎপাদন ও অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করে খাদ্যব্যবস্থাকে স্থিতিশীল রাখা যায়। বনাঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায়, যা প্রাচীনকাল থেকে ঘরোয়া শক্তির প্রধান উৎস। কাঠ থেকে উৎপন্ন কয়লা আধুনিক শিল্পসভ্যতার জন্য অপরিহার্য। কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, খাদ্য সংরক্ষণ, শুষ্কীকরণ, রান্না সবক্ষেত্রেই শক্তির উপস্থিতি খাদ্যনিরাপত্তার অপরিহার্য উপাদান। ফলে কাঠ ও বনজ জ্বালানি খাদ্যব্যবস্থার টেকসই চক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে,

الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمۡ مِّنَ الشَّجَرِ الۡاَخۡضَرِ نَارًا فَاِذَاۤ اَنۡتُمۡ مِّنۡهُ تُوۡقِدُوۡنَ

> কাঁচা সবুজ বৃক্ষ হতে তোমাদের জন্য আল্লাহ আগুন উৎপাদনের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাই তোমরা জ্বালিয়ে থাক।[১৫]

এ আয়াতে বনজ সম্পদের শক্তিবিষয়ক গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। হাদিসেও বনজ সম্পদের অর্থনৈতিক মূল্য ও জীবিকায় অবদান তুলে ধরে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহর শপথ! রশি নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ আহরণ করা এবং নিজ কাঁধে বহন করে এনে বিক্রয় করে অর্থ লাভ করা অপরের সম্মুখে ভিক্ষার হস্ত প্রসারিত করা অপেক্ষা উত্তম।’[১৬] রাসুলুল্লাহ (সা.) জুরুফ এলাকায় একটি জমিতে বীজ বপন করেছিলেন। চাষাবাদ ও উপার্জন করা হলো রাসুলুল্লাহ (সা.) এর অনুসৃত পথ।[১৭] নানা রকম ফল-মূল, শাক-সবজি, কফিও বনজ সম্পদের অন্তর্ভূক্ত। পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ مَهۡدًا وَّ سَلَکَ لَکُمۡ فِیۡهَا سُبُلًا وَّ اَنۡزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ؕ فَاَخۡرَجۡنَا
بِهٖۤ اَزۡوَاجًا مِّنۡ نَّبَاتٍ شَتّٰی کُلُوۡا وَ ارۡعَوۡا اَنۡعَامَکُمۡ ؕ اِنَّ فِیۡ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی النُّهٰی

> আকাশ হতে আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টিপাত করেন এবং এর সাহায্যে বিবিধ প্রকার উদ্ভিদ, বৃক্ষলতা ও শাক-সবজি উৎপাদন করেন। হে মানুষ তোমরা এটা নিজেরা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও; অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে বিবেকসম্পন্নদের জন্য।[১৮]

পবিত্র কুরআনের উক্ত ভাষ্যে খাদ্যশৃঙ্খলার (Food Chain) সামগ্রিক বাস্তবতাকে নির্দেশ করে, যেখানে বনজ উদ্ভিদ মানব ও পশু খাদ্যের মূল উৎস। ফলে পশুপালন, দুধ, মাংস উৎপাদনসহ

খাদ্যনিরাপত্তার বহু স্তরই বনজ উদ্ভিদ নির্ভর। দৈনন্দিন ব্যবহারের অন্তত ৯০ শতাংশ উপাদান ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে আসে। কৃষিকাজকে উন্নত, উৎপাদনশীল ও নিরাপদ করা তাই প্রতিটি সমাজের দায়িত্ব। ফলে বনজ সম্পদ কেবল খাদ্যের সরাসরি উৎসই নয়, বরং কৃষিকাজ ও খাদ্যউৎপাদন ব্যবস্থার একটি মৌলিক সহায়ক শক্তি। মানবসভ্যতার জন্য অপরিহার্য ধাতু লৌহ, তামা, পিতল, ইস্পাত, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং জ্বালানি, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস, কয়লা, কেরোসিন সবই ভূমি ও বনজ পরিবেশ থেকে আহরণযোগ্য। এগুলো কৃষিযন্ত্র, সেচব্যবস্থা, খাদ্য সংরক্ষণাগার ও পরিবহন ব্যবস্থার ভিত্তি, যা খাদ্যনিরাপত্তার কাঠামোকে শক্তিশালী করে। এসবের অর্থনৈতিক মূল্যের প্রতি লক্ষ করেই রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'মাটির গভীর তলদেশ, ভূ-পৃষ্ঠের পরতে পরতে জীবিকার সন্ধান কর।'[১৯] বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মেরুদণ্ড এবং সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার উদ্ভাবনী ও শৈল্পিক যন্ত্রপাতির ভিত্তি হলো লৌহ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اَنۡزَلۡنَا الۡحَدِیۡدَ فِیۡهِ بَاۡسٌ شَدِیۡدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ

> আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি; তাতে বিরাট শক্তি নিহিত রয়েছে এবং মানুষের জন্য শক্তি এবং প্রভূত কল্যাণ।[২০]

বনজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাদ্যের সরাসরি উৎস যেমন–ফলমূল, শাকসবজি, ভেষজ, পশুখাদ্য তেমনি পরোক্ষভাবে জ্বালানি, কৃষিযন্ত্র, খাদ্য সংরক্ষণ, পরিবহন এবং কৃষি উৎপাদনব্যবস্থার অবকাঠামোকে শক্তিশালী করে। ফলে খাদ্যঘাটতি মোকাবিলা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্য সরবরাহ বজায় রাখা, এবং দীর্ঘমেয়াদি খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বনজ সম্পদ অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এভাবে পবিত্র কুরআন বনজ সম্পদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য প্রদত্ত এক গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যভাণ্ডার ও খাদ্যনিরাপত্তার ভিত্তিমূল হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

পাঁচ. সমুদ্র ও জলসম্পদ: খাদ্যনিরাপত্তার অন্যতম ভিত্তি

পৃথিবীর ভূভাগের প্রায় ৭১ শতাংশ অঞ্চল সমুদ্র দ্বারা আবৃত। আধুনিক বিজ্ঞানী ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা পর্যবেক্ষণ করেছেন, এই বিশাল সামুদ্রিক ভাণ্ডারে বিপুল পরিমাণ দ্রবীভূত উপাদান ও লবণ বিদ্যমান। সমুদ্রের জল কেবল মানুষের পানির চাহিদা মেটায় না, বরং এর মধ্য দিয়ে খাদ্য, খনিজ, ধাতব উপাদান এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদও সরবরাহ করা হয়।[২১] সমুদ্রের ইকোসিস্টেমে বিপুল পরিমাণ মাছ, খাদ্যোপযোগী কাঁকড়া, শৈবাল, সামুদ্রিক গাছপালা এবং বিভিন্ন কঠিন আবরণবিশিষ্ট জীবসম্ভার বিদ্যমান। সমুদ্রে উপস্থিত প্রাকৃতিক সম্পদ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম। নদী ও সাগর উভয়ই মানুষের প্রধান খাদ্য সরবরাহের উৎস। পাশাপাশি, মুক্তা, প্রবাল, সমুদ্রশৈল ও অন্যান্য মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের সুযোগও এখানে রয়েছে। এসব সম্ভাবনার দিকে নির্দেশ করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ هُوَ الَّذِیۡ سَخَّرَ الۡبَحۡرَ لِتَاۡكُلُوۡا مِنۡهُ لَحۡمًا طَرِیًّا وَّ تَسۡتَخۡرِجُوۡا مِنۡهُ حِلۡیَةً تَلۡبَسُوۡنَهَا

> আর তিনিই সাগরকে নিয়োজিত করেছেন। যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশত খেতে পার এবং যাতে তা থেকে আহরণ করতে পার রত্নাবলি যা তোমরা ভূষণরূপে পরে থাক।[২২]

এ আয়াত মানবজাতির খাদ্যনিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে প্রমাণ করে। খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহে সমুদ্র ও জলসম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রের খাদ্যচক্র, মাছ ও সামুদ্রিক উদ্ভিদগুলোর ধারাবাহিকতা, এবং প্রাকৃতিক খনিজ ও খাদ্য উপাদানগুলো নিশ্চিত করে, যাতে কোনো সময় মানুষের খাদ্যচাহিদা সংকটে না পড়ে। আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ পৃথিবীর বুকে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও খাদ্যচাহিদা পূরণের জন্য পৃথিবীতে প্রাকৃতিকভাবে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান বিদ্যমান। খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই প্রাকৃতিক ভাণ্ডারের সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার অপরিহার্য।

ছয়. হারাম খাদ্য পরিহার ও খাদ্যনিরাপত্তা

ইসলামে হালালভাবে উপার্জিত খাদ্য ছাড়া কোনো ইবাদত কবুল হয় না। ইসলামি শরিয়াহ নিজস্ব নির্দেশনায় মানুষের জন্য ও পরিবারের জন্য হালাল খাদ্য উপার্জনকে বাধ্যতামূলক বিবেচনা করেছে। পবিত্র কুরআনে খাদ্যনিরাপত্তা এবং খাদ্যবণ্টন নীতিমালার অন্যতম মৌলিক দিক হলো হারাম খাদ্য পরিহার করা। অবৈধ বা অন্যায় উপায়ে উপার্জিত সম্পদ গ্রহণ করলে এটি অন্যের অধিকার ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। হালাল খাদ্যকে অবৈধ বা প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন করলে তা হারাম হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, কর ফাঁকি দিয়ে বা প্রতারণার মাধ্যমে আয়ের ফলে খাদ্য বা উপার্জন হারাম হিসেবে গণ্য হয়। মদ, শূকর, রক্ত, মৃত প্রাণি বা পাখির গোশত প্রভৃতি বস্তু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন।[২৩] রাসুলুল্লাহ (সা.) এ সকল পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যও হারাম করেছেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ ও তার রাসুল মদ, মৃত জীব, শূকর ও প্রতিমা বেচা কেনাকে হারাম করে দিয়েছেন'।[২৪] তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ যখন কোন জিনিস হারাম করেন, তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম করে দেন'।[২৫] ইসলাম অবৈধভাবে উপার্জিত সম্পদকে মানুষের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।

অতএব, ইসলামে অবৈধ বা হারামভাবে অর্জিত সম্পদ গ্রহণ করা, বিক্রি-বাণিজ্য করা এবং তা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা পুরোপুরি নিষিদ্ধ। খাদ্যনিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা হলো, সমাজে হালাল এবং স্বচ্ছভাবে অর্জিত খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা। এটি শুধু ব্যক্তি নয়; বরং সামাজিক কল্যাণেরও ভিত্তি।

উৎপাদনে ভূমির উপযুক্ত ব্যবহার নির্দেশনা

মানুষের জীবন ও খাদ্যনিরাপত্তার জন্য ভূমির গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামি নীতি অনুযায়ী খাদ্য উৎপাদন এবং জীবিকা উপার্জনের জন্য ভূমি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ভূমি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ও আবাদ করা না হলে খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন,

وَلَقَدْ مَكَّنَّٰكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَٰيِشَۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

> আমি তোমাদের জন্য জীবিকা নির্বাহের যাবতীয় উপাদান সৃষ্টি করেছি। যদিও তোমরা খুবই কম কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।[২৬]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُوا۟ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا۟ مِن رِّزْقِهِۦ

> আল্লাহ তায়ালাই জমিনকে তোমাদের জীবিকা উপার্জনের জন্য, নম্র ও অনুকূল (চাষযোগ্য) ও উৎপাদন শক্তিপূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমরা তার বিভিন্ন পথে চলাফেরা (শ্রম) করে জীবিকা উপার্জন কর এবং তা হতে (উদগত) খাদ্য গ্রহণ কর।[২৭]

সুরা বাকারাতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করেন,

> يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ

> হে ইমানদারগণ! তোমাদের সদুপায়ে উপার্জিত সম্পদ ব্যয় কর এবং তোমাদেরকে জমি হতে আমি যা কিছু উৎপাদন করে দেই, তা হতেও আল্লাহর পথে খরচ কর।[২৮]

সুরা 'আবাসাতে উল্লেখ করেন,

> فَلْيَنْظُرْ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ- أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا- ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا- فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا-
> وَعِنَبًا وَقَضْبًا- وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا- وَحَدَائِقَ غُلْبًا- وَفَاكِهَةً وَأَبًّا- مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

> মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক! আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি। অতঃপর আমিই মাটিকে প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি এবং তাতে আমিই উৎপন্ন করি শস্য; আঙুর শাক-সবজি, যায়তুন, খেজুর, বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান, ফল এবং গবাদি খাদ্য। এগুলো তোমাদের এবং তোমাদের প্রাণিদের ভোগের জন্যে।[২৯]

পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত আয়াতগুলো পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়, আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ দুনিয়ায় বসবাস করার সুযোগ দিয়েছেন এবং পার্থিব জীবন সুষ্ঠুরূপে যাপন করার জন্য অপরিহার্য জীবিকার ব্যবস্থাও তিনি এ পৃথিবীতে প্রদান করেছেন। খাদ্য ও জীবনযাপনের উপাদান প্রাপ্তির জন্য ভূমি, বন, নদী ও সমুদ্রসহ প্রকৃতির বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং পরিশ্রম অপরিহার্য। ইমানদারদের জন্য নির্দেশিত মৌলিক নীতি হলো: উপার্জন অবশ্যই হালাল ও পবিত্র হতে হবে; ভূমি ও উৎপাদিত জীবিকার ওপর আল্লাহ ও মানুষের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে হবে; এবং অর্জিত সম্পদ সীমিত মালিকানা ও দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। এ নীতি অনুসরণ করলেই খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং সমাজে সুষম বণ্টন সম্ভব হয়।[৩০]

ইসলাম সকল অনাবাদি জমি আবাদ করতে সরকারকে বাধ্য করে, যদি গো-চারণ ভূমি গো-মহিষের বাগান কবরস্থান প্রভৃতি না হয়। ইসলামের পঞ্চম খলিফা উমর ইবন আব্দুল আজিজ তার জনৈক কর্মচারীকে নির্দেশ দেন, আপনার এলাকায় যদি কোন সরকারি জমি অনাবাদি থাকে, তবে আপনি তা চাষীদের মধ্যে অর্ধেক বর্গা লাগাবেন; যদি চাষিগণ তা এরূপে গ্রহণ না করে, তবে তে-ভাগীতে লাগাবেন (এক ভাগ সরকার পাবে); যদি তাও না করে দশ ভাগীতে লাগাবেন (এক ভাগ সরকার পাবে), যেমন ওশরি জমিনে হয়; যদি এরূপেও কেউ চাষ না করে তবে কাউকে মুফতে দেবেন, যাতে জমি আবাদ হয়; যদি কেউ মুফতেও গ্রহণ না করে তবে তা সরকারি ব্যয়ে আবাদ করবেন; কখনো আপনার এলাকায় কোন জমি অনাবাদি রাখবেন না।[৩১]

অনাবাদি জমি সরকারের আদেশক্রমে যদি কেউ আবাদ করে তবে সে তার মালিক হবে। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী, আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবি (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কোন মালিকানাহীন অনাবাদি জমি আবাদ করবে সেই তার ভোগাধিকার ও মালিকানা লাভ করবে।[৩২]

ইসলামে জমি পতিত রাখার কোন সুযোগ নেই, ইসলামে ভূমিনীতির আলোকে দীর্ঘদিন জমি চাষাবাদ না করলে তার জমির মালিকানা থাকবে না। নবি করিম (সা.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তির জমির সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে কিন্তু চাষ করেনি, তিন বছর পর তার কোন অধিকার থাকবে না।'[৩৩] চাষাবাদের ভিত্তিতে জমির ধরন বর্ণনা দিয়ে হাদিসে বলা হয়েছে,

> সাধারণত তিন প্রকার মানুষ কৃষি কাজ করে থাকে। যথা- ১. যার নিজ জমি আছে, সে তা নিজে চাষ করবে; ২. যাকে চাষ করার জন্য জমি দান করা হবে, সে তা চাষাবাদ করবে ও ৩. সে লোক স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে জমি ইজারা নিয়েছে সে তা চাষাবাদ করবে।[৩৪]

সর্বোপরি, ইসলামে ভূমির যথাযথ ব্যবহার ও আবাদ নিশ্চিত করা মানবজীবনের খাদ্যনিরাপত্তা ও স্থায়ী উৎপাদনশীলতার জন্য অপরিহার্য। কৃষি কাজ, ভূমি সংরক্ষণ ও উৎপাদন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব।

সুষম বণ্টন: খাদ্যনিরাপত্তায় আল-কুরআনের কৌশল মূল্যায়ন

এক. আল্লাহ সুষম বণ্টনকারী: বিশ্বাসের তাত্ত্বিক প্রভাব: আল্লাহ তায়ালা তার সৃষ্ট আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যত মানুষ জীব-জন্তু পশু-পাখি ইত্যাদি প্রাণি আছে এবং ভবিষ্যতে জন্মাবে তাদের প্রত্যেকের রিযিকের জন্য মূলনীতি ঘোষণা করেছেন। দুনিয়ার শুরু হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানব সমাজে খাদ্যের বণ্টন তা আল্লাহ তায়ালারই গৃহীত ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে,

> أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا

> দুনিয়ার জীবনে আমরা তাদের মধ্যে জীবিকার উপায়-উপকরণ বণ্টন করে দিয়েছি। এ বণ্টনে আমি তাদের পরস্পরকে পরস্পরের উপর প্রাধান্য ও আধিক্য দান করেছি, যেন তাদের কেহ অপর লোকদের দ্বারা কাজ করাতে পারে।[৩৫]

সুরা নাহলে বলা হয়েছে,

> وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُوا۟ بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ

> আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাউকে কারো উপর রিযিকের ব্যাপারে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছেন, অতঃপর যাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্তদের (দাস-দাসী) নিজেদের সামগ্রী থেকে কিছুই দিতে চায়না (তাদের আশংকা হচ্ছে এমনটি করলে) এ ব্যাপারে তারা উভয়ই সমান (পর্যায়ের) হয়ে যাবে, তবে কি এরা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে।[৩৬]

সুরা বনি ইসরাইলে বলা হয়েছে,

> إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرًۢا بَصِيرًا

> নিশ্চয়ই তোমার প্রভু (আল্লাহ) যাকে চান তার রিযিক বাড়িয়ে দেন আবার যাকে চান তাকে কম করে দেন, অবশ্যই তিনি বান্দাদের (প্রয়োজন সম্পর্কে) ভালোভাবেই জানেন এবং তাদের অবস্থাও তিনি দেখেন।[৩৭]

সুরা আনআমে বলা হয়েছে,

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ

> তিনিই সেই মহান সত্তা, তিনি তোমাদের এ জমিনে তার খলিফা বানিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে অন্যজনের উপর (কিছু বেশী) মর্যাদা দান করেছেন, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সবাইকে যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়েই তিনি তোমাদের কাছ থেকে (কৃতজ্ঞাতার) পরীক্ষা নিতে চান।[৩৮]

মানবজীবনের উদ্দেশ্য নানা প্রকারের গুণাবলির পরীক্ষা সাম্য আর অসাম্যের মধ্য দিয়েই তার পরীক্ষা হবে। যদি তা না হয় তাহলে মানুষের মানবীয় গুণাবলির পরীক্ষা হওয়া আদৌ সম্ভব নয়। সমাজের সব মানুষই যদি সমানভাবে দরিদ্র হয় কিংবা স্বচ্ছল ও ধনশালী হয়, তাহলে যেমন মানুষের ধৈর্য্য-সহ্যগুণের পরীক্ষা হতে পারে না। তেমনি পাওয়া যেতো না মানুষের শোকর ও নিষ্ঠার একবিন্দু পরিচয়। কৃত্রিম উপায়ে কোন সমাজের সব মানুষের আর্থিক অবস্থা সর্বতোভাবে সমান ও পার্থক্যহীন করে দেয়া হলে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হতে বাধ্য।[৩৯]

দুই. মৌলিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য: ইসলামের সুষম খাদ্য, খাদ্যবণ্টণ নীতিমালার অন্যতম একটি দিক হল প্রতিবন্ধীসহ সকলের পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তির নিরাপত্তা নিশ্চত করা। ইসলামে জরুরিয়াত বা মৌলিক প্রয়োজনীয় ৫টি বিষয়ের অন্যতম হচ্ছে জীবনের নিরাপত্তা।[৪০] জীবনের নিরাপত্তার সাথে সাথে খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহান আল্লাহ আদম ও হাওয়া (আ.)-কে সৃষ্টি করে বাসস্থান ও খাবারের বর্ণনা দিয়ে বলেন,

وَ قُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا

> এবং আমি বললাম, “হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যথা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে আহার কর।”[৪১]

এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানবজীবনের সকল মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে খাদ্য। খাদ্যের সাথে মানুষের প্রকৃতিগতভাবে সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, সে সম্পর্কের কারণেই খাদ্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ এবং তা প্রাপ্তির অদম্য আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ সম্পর্কে মহানবি (সা.)-এর বাণী,

> আদম (আ.) এর মাটির শরীরে রুহ স্থাপিত হওয়ার পর তার আখি যুগলে যখন প্রাণ সঞ্চার হয় তখন তিনি জান্নাতের ফলের দিকে সর্ব প্রথম দৃষ্টিকে নিবন্ধ করেছিলেন। এরপর প্রাণ সঞ্চারণ পাকস্থলীতে বিস্তার লাভ করলে তিনি তৎক্ষণাত ক্ষুধার অনুভূতি লাভ করেন, কিন্তু প্রপদদ্বয়ে সে সঞ্চারণ বিস্তৃত হওয়ার পূর্বেই জান্নাতের ফল ধরার বহুল প্রত্যাশায় সেদিকে তিনি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন।[৪২]

তিন. সবার জন্য খাদ্যঃ খাদ্য বণ্টনে নিরাপত্তা বিধানে ইসলাম অভুক্ত ব্যক্তিকে খাওয়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করে। খাদ্য সংকটে থাকা ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়ানো সওয়াবের কাজ। অসমর্থ ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ানো সামর্থবানদের কর্তব্য। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর বক্তব্য:

> عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . ﷺ . أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.
>
> আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, ইসলামের মধ্যে সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি বলেন, অপরকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলের মাঝে সালামের প্রচলন করা।[৪৩]

খাদ্যনিরাপত্তার লক্ষ্যে অরক্ষিত পরিস্থিতিতে তথা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে জনসাধারণের খাদ্যনিরাপত্তা বিধান করতে হবে। ইসলামি বিধানে দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য ইসলামি রাষ্ট্রের। উমর (রা.) দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত মদিনার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি সকল গভর্নর ও প্রশাসকদের নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন। তিনি প্রবীণতম সাহাবীদের নিয়ে স্বচক্ষে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদের তালিকা তৈরি করেন। পরবর্তীতে তাদের নামে রাষ্ট্রীয় সিল দিয়ে খাদ্য পাঠানো হয়। এছাড়াও দুর্যোগকালীন খাদ্যনিরাপত্তার লক্ষ্যে গুদাম নির্মাণ করেন।[৪৪]

চার. সামাজিক সুরক্ষা নীতিঃ সার্বিকভাবে খাদ্যনিরাপত্তা অর্জনের জন্য তিনটি প্রধান বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রথমত, একটি পরিবার ও গোটা জাতির প্রয়োজনীয় মোট খাদ্যের প্রাপ্যতা। দ্বিতীয়ত, স্থানভেদে খাদ্য সরবরাহের যুক্তিসঙ্গত স্থায়িত্ব। তৃতীয়ত, নির্বিঘ্ন ও মানসম্মত পুষ্টিকর খাদ্যে প্রত্যেক পরিবারের ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবাধ অধিকারের নিশ্চয়তা।[৪৫]

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর হাদিসে শিশু, বিধবা, অসহায় ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের লালন পালনসহ সার্বিক ভরণ পোষণের দায়িত্ব ইসলামি রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্র বায়তুলমাল থেকে তাদের খাবার, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসাসহ সকল ব্যাপারে সাহায্য করবে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

> জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলতেন, আমি মুমিনদের পক্ষে তাদের নিজেদের চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। কেউ সম্পদ রেখে গেলে তা তার পরিজনের জন্য। কেউ ঋণ অথবা পোষ্য (অসহায় শিশু বা বিধবা স্ত্রী) রেখে গেলে তার দায় দায়িত্ব আমার উপর।[৪৬]

আমরা যদি সুরা ইউসুফের প্রতি লক্ষ করি, তাহলে আমরা সুষম খাদ্যনিরাপত্তার আল্লাহ কর্তৃক উপস্থাপিত একটি কৌশলপত্র দেখতে পাই। যেখানে আল্লাহ তায়ালা ইউসুফ (আ.) এর মাধ্যমে গোটা মানবজাতিকে খাদ্যনিরাপত্তার একটি নীতিমালা শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

> قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ- ثُمَّ يَأْتِي مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ-
>
> সে বলল, 'তোমরা সাত বছর একাধারে চাষাবাদ করবে অতঃপর যে শস্য কেটে ঘরে তুলবে তার মধ্য থেকে যে সামান্য পরিমাণ খাবে সেগুলো ছাড়া সব শীষের মধ্যে রেখে

> দেবে'। 'তারপর আসবে সাতটি কঠিন বছর। এর জন্য তোমরা পূর্বে যা সঞ্চয় করে রেখে দেবে এরা (ঐ সময়ের লোকেরা) সেগুলো খেয়ে ফেলবে, সামান্য কিছু ছাড়া যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে।[৪৭]

উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে কখন খাদ্য মজুদ করতে হবে তার নীতিমালা শিখিয়েছেন। ক্ষেত্র বিশেষ যোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব চেয়ে নেওয়ার দৃষ্টান্তও দেখতে পাই। সুরা ইউসুফে আল্লাহ বলেন,

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

> তিনি বললেন, আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্ব দিন, নিশ্চয় আমি যথাযথ হেফাযতকারী, সুবিজ্ঞ।[৪৮]

পাঁচ. সুষম বণ্টন পদ্ধতি ও কৌশল: খাদ্য দ্রব্য উৎপাদনের পর এর সুষম বণ্টন সামগ্রিক খাদ্যনিরাপত্তার গুরুত্বপূর্ণ দিক। শুধু খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হ্রাসের কারণে নয়, বরং সুষম বণ্টনের অভাবেও সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রায়ই খাদ্যদ্রব্যের সংকট দেখা দেয়। ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিসহ নানারকম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইসলাম তাই খাদ্যদ্রব্যসহ সকল সম্পদে মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলাম রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বাইতুল মাল), আবশ্যিক দান-যাকাত, 'উশর, সাদাকাতুল ফিতরসহ অনান্য জনকল্যাণমূলক দান এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানের যেমন নির্দেশ দিয়েছে তেমনি হারাম পণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য, অবৈধভাবে সম্পদ অর্জন নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে সুষম বণ্টনের রূপরেখা উপস্থাপন করেছে।

ক. যাকাত ও উশর

খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কিভাবে তাদের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, বণ্টন ও ব্যয় করবে তার একটি নিদিষ্ট নীতিমালা ইসলাম প্রদান করেছে। 'খাদ্যদ্রব্য ও সম্পদের মালিক যেমন প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করবে না, অপচয় ও অপব্যয় করবে না; তেমনি প্রয়োজনীয় খরচে কৃপণতাও করবে না।'[৪৯] ইসলাম সুষম বণ্টন নিশ্চিতকরণ ও ধনী-গরীবের বৈষম্য দূর করতে উৎপাদিত শস্য এবং সম্পদের যাকাত প্রদানকে বাধ্যতামূলক করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, اٰتُوا الزَّكٰوةَ অর্থাৎ 'তোমরা যাকাত আদায় কর।'[৫০] পবিত্র কুরআনের নির্দেশনায় দেখা যায় যে, সুষম বণ্টনের জন্য ইসলাম ধনীদের অর্জিত সম্পদে অসহায়, গরিব-দুঃখীদের সুনির্ধারিত অধিকার প্রদান করেছে। যাকাত সকল সামর্থ্যবানদের জন্য পরিশোধ করা ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য। যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে।[৫১] তাই এটা পরিত্যাগের কোন সুযোগ নেই। উৎপাদিত ফসলে অনাথ, ইয়াতিম, সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার সর্ম্পকে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَ الْمَحْرُوْمِ

> তাদের অর্থ-সম্পদ সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।[৫২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ اٰتُوۡا حَقَّهٗ یَوۡمَ حَصَادِهٖ ۫ۖ وَ لَا تُسۡرِفُوۡا

ফসল তোলার দিন ফসলের প্রাপ্য হক দিয়ে দাও এবং অপচয় করো না।[৫৩]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি (ঝর্ণা) দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতিত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর 'উশর' (এক দশমাংশ) ওয়াজিব হয়। সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর নিসফে 'উশর' (বিশ ভাগের একভাগ) ওয়াজিব হয়।[৫৪] সম্পদশালীর উৎপাদিত ফসলে গরিব, অসহায়দের নির্ধারিত অধিকার রয়েছে যা কুরআনের পরিভাষায় "ফসলের হক" এবং ইসলামি শরিয়াতের পরিভাষায় 'উশর' নামে পরিচিত। ইসলাম এ অধিকার আদায়ের মাধ্যমে ধনী-গরীবের বৈষম্য দূরীভূত করেছে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেছে।

খ. শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরি নির্ধারণ

ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ শুধু ধনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা মালিক, শ্রমিক, ধনী-দরিদ্র, অসহায় সকল শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে আবর্তিত হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ সর্ম্পকে নির্দেশনা প্রদান করে বলেন, সম্পদ যেন শুধুমাত্র ধনিক শ্রেণির লোকদের মধ্যে আবর্তন না করে[৫৫]। এজন্য ইসলাম সম্পদে গরিব, দুঃখী, অসহায় ও নিঃস্ব মানুষের সুনির্দিষ্ট অধিকার প্রদান করেছে। ইসলাম সম্পদের সুষম আবর্তনের লক্ষ্যে শ্রমিকের শ্রমের উপযুক্ত মজুরি নির্ধারণ এবং তা পরিশোধের ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) মজুরি নির্ধারণ না করে শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, কোনো ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করলে সে যেন তাকে তার মজুরি সম্পর্কে অবহিত করে।[৫৬] কাজ সমাপনান্তে শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ করা মালিকের কর্তব্য। রাসুলুল্লাহ (সা.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও'।[৫৭] অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির সাথে আমার বিতর্ক হবে, (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার নামে চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে, (২) ঐ ব্যক্তি যে কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করে এবং (৩) ঐ ব্যক্তি যে শ্রমিকের দ্বারা পুরোপুরিভাবে কাজ আদায় করে নেয়, তার প্রাপ্য মজুরি দেয় না।'[৫৮] হাদিস দুটি সামগ্রিকভাবে খাদ্যবণ্টন নীতিমালা নিরাপত্তা বিশেষ করে গরিব, অসহায় ও শ্রমজীবীদের খাদ্য অধিকার ও নিরাপত্তার রক্ষাকবচ।

গ. খাদ্যদ্রব্যের পরিমিত ও কল্যাণকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

ইসলাম একদিকে সম্পদের মালিককে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ ও অপব্যয় না করার নির্দেশ দিয়েছে, অপরদিকে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ে কৃপণতা পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে। সম্পদশালীর সম্পদে ইসলাম পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের অধিকার প্রদান করেছে এবং তাদের জন্য পরিমিত ব্যয়ের নির্দেশ প্রদান করেছে। খাদ্যদ্রব্যের পরিমিত কল্যাণকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে রাসুলুল্লাহ (সা.) সম্পদে প্রতিবেশির অধিকার প্রবর্তন করেছেন। যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য অপচয় ও অপব্যয় রোধ করা যায় এবং অভুক্ত প্রতিবেশির হক আদায় করা যায়। আল-কুরআন ও আল-হাদিসের নির্দেশনা আলোকে সম্পদের

পরিমিত ও কল্যাণকর ব্যবহার এবং সুষম বণ্টনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে সমাজে খাদ্যাভাব সৃষ্টি হওয়ার সকল সম্ভাবনা হ্রাস পাবে।

ঘ. জনকল্যাণমূলক ব্যয়ে উৎসাহ প্রদান

খাদ্যবণ্টন নীতিমালার ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ভিক্ষ, মহামারীসহ বিভিন্ন সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ এবং সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে সম্পদ ব্যয় করা সম্পদশালীর অপরিহার্য কর্তব্য। এজন্য ইসলাম সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পদ ব্যয়ের জন্য সবাইকে উৎসাহিত করেছে। ইসলাম আল্লাহর রাস্তায় তথা জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পদ ব্যয়কারীর জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছে; যাতে মানুষ জনকল্যাণমূলক কাজে উৎসাহিত হয়। ইসলাম জনকল্যাণমূলক দানে উৎসাহিত করে এটিকে সাদাকা হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সুষম বণ্টন নিশ্চিত করেছে। নবি রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করেই মদিনা সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রটি নির্মাণ করেন তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল জনকল্যাণমূলক। মদিনা সনদের একটি ধারা ছিল, বিশ্বাসীগণ নিশ্চয়ই কাউকেও অন্যের দায় চাপিয়ে পর্যুদস্ত রাখবে না, রক্তমূল্য ও মুক্তিপণের ব্যাপারে তারা ন্যায় রক্ষা করে চলবে।[৫৯]

পবিত্র কুরআনের খাদ্যবণ্টন নীতিমালা বাস্তবায়নে সুপারিশ

পবিত্র কুরআন ও ইসলামি শরিয়ায় খাদ্যবণ্টন, নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবহার সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এই নির্দেশনার আলোকে খাদ্যবণ্টন নীতিমালা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ গ্রহণযোগ্য:

ক. ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ: মানুষকে খাদ্য ও সম্পদ ব্যবহার ক্ষেত্রে নৈতিক নির্দেশনার প্রতি সচেতন করা আবশ্যক। কুরআন ও রাসুলুল্লাহ (সা.) এর জীবনাদর্শ অনুসারে মানুষের বিবেক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বিকশিত হলে খাদ্য অপচয়, মজুদকরণ বা অবৈধ উপায়ে উপার্জন হ্রাস পাবে।

খ. খাদ্য মজুদ নিয়ন্ত্রণ ও পুঞ্জীকরণ প্রতিরোধ: ইসলাম অতিরিক্ত খাদ্য মজুদ বা গুদামজাতকরণকে নিষিদ্ধ করেছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মজুদ ও পুঞ্জীবদ্ধকরণের ফলে খাদ্য সংকট ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটতে পারে। তাই রাষ্ট্র ও সমাজকে খাদ্য মজুদ ও পুঞ্জীকরণ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

গ. পরিমিত ও কল্যাণকর ব্যবহার নিশ্চিত করা: খাদ্য ও সম্পদের ব্যবহার প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। একদিকে ব্যক্তি ও পরিবারকে পরিমিত ব্যয়ে উৎসাহিত করা, অন্যদিকে সমাজ ও গরিবদের কল্যাণে খাদ্য বণ্টনে সক্রিয় করা ইসলামের নির্দেশ।

ঘ. জনকল্যাণমূলক ব্যয়ে উৎসাহ প্রদান: প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী বা খাদ্য সংকটের সময় সম্পদ ও খাদ্য জনকল্যাণের জন্য ব্যয় করা ইসলামের অন্যতম নীতি। খাদ্যবণ্টনের ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে এটি অপরিহার্য।

ঙ. খাদ্য উৎপাদন ত্বরান্বিত করা: বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরি। কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী, পৃথিবীর সম্পদ ও ভূমি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা খাদ্যনিরাপত্তার মূল ভিত্তি।

চ. ভূমি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ও অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিষিদ্ধ: উপযুক্ত কৃষিজমিকে খাদ্য উৎপাদনের বাইরে ব্যবহার (শিল্প কারখানা বা বসতি নির্মাণ) খাদ্যনিরাপত্তাকে হ্রাস করে। ভূমি ব্যবহার পরিকল্পিত ও সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে।

ছ. প্রান্তিক কৃষক ও উৎপাদকদের সহায়তা: কৃষক ও খাদ্য উৎপাদকদের শিক্ষিত করা, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন ও সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা যায়।

জ. খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখা: খাদ্য মূল্য অস্থির হলে গরিব ও মধ্যবিত্ত জনগণ খাদ্যনিরাপত্তা হারাতে পারে। ইসলামি নীতি অনুযায়ী খাদ্যবণ্টন ও মূল্য স্থিতিশীল রাখতে রাষ্ট্র ও সমাজকে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

ঝ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় খাদ্য সংরক্ষণ: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যান্ত্রিক বিপর্যয় খাদ্যনিরাপত্তার বড় বাধা। দুর্যোগকালীন খাদ্য সংরক্ষণ, বণ্টন ও ত্রাণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ইসলামের নির্দেশিত নীতি।

এই সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করলে কুরআনের নির্দেশনার আলোকে খাদ্যনিরাপত্তা, সুষ্ঠু বণ্টন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব। এগুলো প্রতিটি মুসলিম সমাজে খাদ্য নীতি প্রণয়ন ও কার্যকর করতে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

উপসংহার

ইসলামে প্রতিটি মানুষের খাদ্যের মৌলিক অধিকার রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণির রিযিকের দায় স্বয়ং গ্রহণ করেছেন এবং সকলের জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন। সমাজের মানুষ এই ঐশ্বরিক ব্যবস্থা অনুযায়ী খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন করে এবং তা থেকে ভোগ করে। তবে বাস্তবতায় খাদ্যনিরাপত্তা নানা মানবসৃষ্ট ও প্রাকৃতিক কারণে হুমকির মুখে পড়ছে। খাদ্য মজুদ, ভেজাল মিশ্রণ, কালোবাজারী, অপচয়, অপরিকল্পিত পরিবহণ, সংরক্ষণ ও উৎপাদন ব্যবস্থার ঘাটতি, ভূমি ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, খাদ্য আইন ও নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগের অভাব, আমদানি ও রপ্তানি ব্যবস্থায় অবহেলা এবং দুর্নীতি খাদ্যনিরাপত্তাকে ঝুঁকিপূর্ণ করছে। ইসলাম খাদ্য উৎপাদন ও জীবিকা উপার্জনকে বাধ্যতামূলক এবং অভুক্ত ব্যক্তিকে খাদ্য প্রদান করা সওয়াবের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। একই সঙ্গে খাদ্য মজুদ, ভেজাল ও খাদ্যনিরাপত্তা সম্পর্কিত অন্যায় কাজকে হারাম ঘোষণা করেছে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী খাদ্যবণ্টন নীতিমালা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে সমাজের প্রতিটি মানুষ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল পদক্ষেপের মাধ্যমে সকলের খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব। অতএব, খাদ্যনিরাপত্তা ও সুষম বণ্টনের জন্য ইসলামি নীতি ও কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণ অপরিহার্য, যা শুধু ব্যক্তিগত নয়; বরং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক স্তরেও প্রযোজ্য।

তথ্য নির্দেশ

১ মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন, *ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা* (ঢাকা: রাহনুমা প্রকাশনী, ২০২২ খ্রি.), পৃ. ২

২ আল-কুরআন, ১১: ৬

৩ মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

৪ আল-কুরআন, ৭: ৩২

৫ ড. মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম বিন আলী আহাম্মদ, *ধন সম্পদ সম্পর্কে ইসলামের দিক-নির্দেশনা* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০২২ খ্রি.) পৃ. ১০১

৬ আল-কুরআন, ২৯:৬০

৭ আল-কুরআন, ১৭:৩১

৮ আল-কুরআন, ২:২১২

৯ আল-কুরআন, ১১:০৬

১০ আল-কুরআন, ৩৯:৫২

১১ আল-কুরআন, ৫১:৫৮

১২ আল-কুরআন, ৪২:১২

১৩ আল-কুরআন, ১৫:২০-২১

১৪ আল-কুরআন, ১৬:৫

১৫ আল-কুরআন, ৩৬:৮০

১৬ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী, *আস-সহীহ* (মিশর: দারুত তাওকিন নাজাত, ১৪২২ হি.), হাদিস নং. ১৪৭১

১৭ ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান শাইবানি, অনু: জিয়াউর রহমান মুন্সী, *জীবিকার খোঁজে* (ঢাকা: মাকতাবাতুল বায়ান প্রকাশনী, ২০১৯ খ্রি.), পৃ. ২৮

১৮ আল-কুরআন, ২০:৫৩-৫৪

১৯ ডা. ময়েজুর রহমান, *খাদ্য সমস্যা ও ইসলাম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৩), পৃ. ১০

২০ আল-কুরআন, ৫৭:২৫

২১ ডা. ময়েজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১

২২ আল-কুরআন, ১৬:১৪

২৩ আল-কুরআন, ৫:৩

২৪ আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং. ২২৩৬

২৫ আলী ইবন উমার আদ-দারুকুতনী, আস-*সুনান*, খ. ৩ (বৈরুত: মুয়াসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২৪হি.), হাদিস নং. ২৮১৫

২৬ আল-কুরআন, ৭:১০

২৭ আল-কুরআন, ৬৭:১৫

২৮ আল-কুরআন, ২:২৬৭

২৯ আল-কুরআন, ৮০:২৪-৩২

৩০ ডা. ময়েজুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

৩১ *তদেব*, পৃ. ২৮

৩২ আল-বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং. ২৩৩৫

৩৩ বুরহানউদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবন আবুবকর আলফারগানী আলমারগীনানী, *আল হিদায়া*, খ. ৪ (দিল্লী: কুতুবখানা রহীমিয়্যা, তা. বি.), পৃ. ৪৬৩

৩৪ আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস বিন ইসহাক আস সিজিস্থানী, *আস-সুনান* (বৈরুত: মাকতাবা আসরীয়াহ, ১৪৩০ হি.), হাদিস নং. ৩৪০০
৩৫ আল-কুরআন, ৪৩: ৩২
৩৬ আল-কুরআন, ১৬: ৭১
৩৭ আল-কুরআন, ১৭: ৩০
৩৮ আল-কুরআন, ৬: ১৬৫
৩৯ ডা. ময়েজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৪০ ইমাম শাতিবি (র.), *আল মুয়াফাকাত ফি উসুলিশ শারীয়াহ*, খ. ২ (কায়রো: দারুল হাদিস, ২০০৬), পৃ-৯৬
৪১ আল-কুরআন, ২: ৩৫
৪২ আবুল ফিদা ইসমাইল ইবনে কাসির, *আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া*, খ. ১ (বৈরত: দারুল মারিফাহ, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৮), পৃ. ৯৬
৪৩ আল-বুখারি, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং. ১২
৪৪ মাওলানা মুশাহিদ আলী, *ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.) পৃ. ১৩৮
৪৫ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাপিডিয়া*, খ. ৩ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১২ খ্রি.) পৃ. ৫১
৪৬ আবু দাউদ, প্রাগুক্ত, হাদিস নং. ২৯৫৪
৪৭ আল-কুরআন, ১২:৪৭-৪৮
৪৮ আল-কুরআন, ১২:৫৫
৪৯ আল-কুরআন, ৩:১৮০
৫০ আল-কুরআন, ২:৪৩
৫১ আল-বুখারি, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং: ১৪০৩
৫২ আল-কুরআন, ৫১:১৯
৫৩ আল-কুরআন, ৬:১৪১
৫৪ আল-বুখারি, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং. ১৪৮৩
৫৫ আল-কুরআন, ৫৯:৭
৫৬ গাজী শামছুর রহমান ও অন্যান্য (সম্পাদিত), বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, খ. ৩ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গবেষনা বিভাগ, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ৪৮৭
৫৭ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ ইবন মাজাহ আল-কাযবীনি, আস-*সুনান* (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০০৭ খ্রি.), হাদিস নং. ২৪৪৩
৫৮ আল-বুখারি, *প্রাগুক্ত*, হাদিস নং. ২২৭০
৫৯ মুহাম্মদ তাহির-উল-ক্বাদরী, অনু: মুহাম্মদ সাইফুল আজম আজহারী, *মদিনা সনদের আইনি বিশ্লেষণ* (ঢাকা: আন-নূর প্রকাশন, তা.বি.), পৃ. ১২৪